77

তারিখ 29 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

চুয়াডাঙ্গা, কিশোরগঞ্জ ও দশমিনায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে

প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সঙ্কট, শিক্ষা উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা, প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বল্পতা এবং সর্বোপরি বিদ্যালয় ভবন না থাকায় চুয়াডাঙ্গা, কিশোরগঞ্জ ও দশমিনার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়াও রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শূন্য পদ। ফলে এ সকল স্থানে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। এ ব্যাপারে আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবরঃ

চুয়াডাঙ্গা

বিভিন্ন সমস্যার কারণে চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রায় এক লাখ ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী শিশুর সংখ্যা এক লাখ ৪৮ হাজার ৩শ' ৫ জন। তন্মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় ৩৬ হাজার ১শ' ৬১ জন। আলমডাঙ্গা থানায় ৫০ হাজার ৫শ' ৬০ জন। দামুড়হুদা থানায় ৩৮ হাজার ৫শ' ৬০ জন। জীবননগর থানায় ২৩ হাজার ২৪ জন। তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে ৭০ হাজার ছেলেমেয়ে।

পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় এবং অভাব অনটনের জন্য ছেলেমেয়েরা শিক্ষার পথ ভুলে অন্যান্য পেশায় জড়িয়ে পড়ছে। কেউবা ব্যক্তিগত দীনতার কারণে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩শ' ১১টি। তন্মধ্যে ২শ' ৫৭টি সরকারী ও ৫৪টি বেসরকারী। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় আকৃষ্ট করার মতো কোন পরিবেশ নেই। শিশুদেরকে স্কুলে নিয়মিত আসায় অভ্যাস গড়ার জন্য স্কুলে প্রতিসপ্তাহে চকলেট বা বিস্কুট বিতরণ করার যে নিয়ম আছে তা বর্তমানে বন্ধ। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জেলায় কোন কর্মসূচী না থাকায় প্রায় এক লাখ ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ জেলার ৫টি থানায় থানা শিক্ষা অফিসার নেই। থানাগুলো হলো কুলিয়ারচর, অষ্টগ্রাম, নিকলী, কটিয়াদী ও পাকুন্দিয়া। তাছাড়া অষ্টগ্রাম, ইটনা, কিশোরগঞ্জ, কটিয়াদী, পাকুন্দিয়া ও তাড়াইলে একটি করে, বাজিতপুর ও হোসেনপুরে ২টি করে এবং করিমগঞ্জে ৩টি করে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের পদ শূন্য রয়েছে। থানা শিক্ষা অফিসার ছাড়াও ৩৯ জন প্রধান শিক্ষক ও ৮৩ জন সহকারী শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ফলে বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক শিক্ষার কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কুলিয়ারচর থানার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নদীর ভাঙনের শিকার এবং জেলার বিভিন্ন থানার হাওড় এলাকার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভাঙনের সম্মুখীন।

সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৫শ' সেট বই বিতরণ করা হয়েছে। এই সরকারী বই বিতরণে বিভিন্ন কারচুপির খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, অষ্টগ্রাম থানায় বই বিতরণে টাকা আদায়ের বিরুদ্ধে জনগণ জেলা প্রশাসক ও থানা নির্বাহী অফিসারের কাছে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করেছে। এ ধরনের বিভিন্ন সমস্যা থাকার কারণে প্রাথমিক শিক্ষার মান চরমভাবে অবনতি ঘটছে। জানুয়ারি মাসে জেলার বিভিন্ন স্থানে মিছিল করে শ্লোগান দেয়া হয়েছে 'শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা চাই, শিক্ষা ছাড়া উপায় নাই, আপনার ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠান'। কিন্তু সকল ছেলেমেয়ে স্কুলে আসছে না।

দশমিনা (পটুয়াখালী)

দশমিনা থানায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। যদিও থানা প্রশাসন আন্তরিকভাবেই থানার প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্ঠু ও গতিশীল করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে তা অনেকাংশেই সফল হচ্ছে না। দশমিনা থানায় সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৫০টি। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২শ' থেকে ৩শ'। প্রতিটি বিদ্যালয়ে নানা সমস্যা জেঁকে আছে। বিদ্যালয়ে স্থানাভাব, আসবাবপত্র সঙ্কট, বিনোদনের কোন ব্যবস্থা না থাকা, মাঠের স্থানাভাব ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অপ্রতুল— এ সবই দীর্ঘদিনের সমস্যা। সর্বোপরি রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকার আন্তরিকতা ও দায়িত্ব বোধের অভাব। সব মিলিয়ে দশমিনা থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা তথা সামগ্রিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ দশা।

ব্যবহার অনুপযোগী বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষক সঙ্কট ও আসবাবপত্র নেই। বেশির ভাগ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধাও নেই। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতি ও দায়িত্ব পালন খুবই অনিয়মিত। এমন অনেক সরকারী কিংবা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যেখানে স্বাধীনতা কিংবা বিজয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য একজন শিক্ষক-শিক্ষিকাও পাওয়া যায় না।